দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 JUL 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

038

দৈনিক
ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
ঢাকা ঃ বৃহস্পতিবার, ৩০ আষাঢ়, ১৩৯৫

মেডিক্যাল কলেজ পরিস্থিতি

প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে ময়মনসিংহ ও রংপুর মেডিক্যাল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। খবরে প্রকাশ, গত ১১ জুলাই ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজে দু'টি ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, ব্যাপক বোমাবাজি, গুলী, হোস্টেলের কক্ষ ভাংচুর এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ২৫ জন আহত হয়। এ ঘটনার পরপরই কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্যে কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেন। অন্যদিকে গত ১২ জুলাই রংপুর মেডিক্যাল বলেজে দু'দল ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষ, হোস্টেল কক্ষ ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ এবং কয়েকজনের আহত হওয়ার ঘটনার পর অনুরূপভাবে রংপুর মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেন। দলীয় রাজনীতির নামে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ আদর্শের প্রভাব বলয় সৃষ্টির নামে প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র দলগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ আমাদের দেশে নতুন কিছু নয়। সেই স্বাধীনতার পর থেকে এর ব্যাপক সূচনা এবং এখনও সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে। স্বাধীনতার আগে যে ছাত্র দলগুলোর মধ্যে মারামারি, হানাহানি হয়নি এমন নয়, হয়েছে। তবে তার পরিসর ছিল সীমিত। তখন হাতিয়ার হিসাবে ইট-পাটকেল, লাঠি-সোটা এবং বড় জোর ছুরি-চাকু ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার পরে আমরা দেখলাম সংঘাত-সংকট ছড়িয়ে পড়েছে প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং ইট-পাটকেল, লাঠি-সোটা, ছুরি-চাকুর স্থলে ব্যবহার হতে শুরু হয়েছে পিস্তল, স্টেনগান, রাইফেল এবং বোমা। অস্ত্রবাজি-বোমাবাজির সেই উত্থান এখনও রহিত হয়নি। মোটামুটি সব উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই এখন অস্ত্রবাজি, বোমাবাজির একেকটি আখড়ায় পরিণত হয়েছে। কখন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে, প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর মধ্যে জীবনঘাতী সংঘর্ষ শুরু হয়ে যাবে, তা বলার উপায় নেই। কিছুদিন আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঐ এলাকার কতিপয় কলেজে ছাত্র সংঘর্ষ ও হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। চট্টগ্রামের পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হতে না হতেই নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। যে কোনো মুহূর্তে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি ঘটতে পারে। এর আগে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে এক সংঘর্ষে একজন ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে খোদ রাজধানী ঢাকা কলেজে ব্যাপক সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। দেশের অন্যান্য বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও এই সব সংঘাত-সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়া দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। স্বভাবতঃই এ পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ না করে পারা যায় না।

আমরা লক্ষ্য করেছি, যখনই কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হানাহানি ও সন্ত্রাস নেমে এসেছে তখনই কর্তৃপক্ষ গা বাঁচানোর জন্যে প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করেছেন। এতে সাময়িকভাবে ক্যাম্পাসে গভীর রজনীর নীরবতা নেমে এলেও যখন আবার প্রতিষ্ঠান খুলেছে, তখন পূর্বের জের হিসাবে নতুন করে সংঘাত-সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে। এবং পরিস্থিতি যখন আবারও নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে, তখন আগের মতই প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে আমরা এই লুকোচুরি প্রত্যক্ষ করছি। এহেন দায়সারা ব্যবস্থার ফলে সন্ত্রাসী তৎপরতা যেমন নির্মূল না হয়ে অব্যাহতই থাকছে, তেমনি বার বার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণার ফলে শিক্ষাবর্ষ পিছিয়ে যাচ্ছে, সেশন জ্যাম হচ্ছে এবং পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশ বিলম্বিত হচ্ছে। অর্থাৎ সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়ছে। এ অবস্থা একটি উঠতি জাতির জন্যে কতটা মারাত্মক, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সাম্প্রতিককালে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আগে মেডিক্যাল কলেজগুলো মোটামুটি সন্ত্রাসের বাইরে ছিল। কিন্তু ইদানীং মেডিক্যাল কলেজগুলোতেই যেন সন্ত্রাস খুঁটি গেড়ে বসেছে। ফলে মেডিক্যাল শিক্ষার যে সুষ্ঠু ধারাবাহিকতা ছিল, নতুন এ পরিস্থিতি সৃষ্টির ফলে সে ধারাবাহিকতা ব্যাহত হবে, তাতে সন্দেহ নেই। যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে কোনো ধরনের সন্ত্রাসের আমরা বিরোধী। আমরা বহুবার বলেছি, জাতি ও ভবিষ্যত বংশধরদের স্বার্থে এই সন্ত্রাসের মূলোৎপাটন করতে হবে এবং এজন্যে কর্তৃপক্ষকে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষই আজ পর্যন্ত সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন উপহার দিতে পারেননি। কাজেই, আমরা মনে করি, জাতীয়ভাবে এই সন্ত্রাস প্রতিরোধের জন্যে দল-মত-নির্বিশেষে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে এবং কার্যকর উপায় খুঁজে বের করতে হবে।